সমকাল

তারিখ ...25 SEP 2013

পৃষ্ঠা - ১ কলাম - ১

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে 'জাতীয়করণ বাণিজ্য'

■ সাব্বির নেওয়াজ

- লক্ষাধিক শিক্ষক না সরকারি, না বেসরকারি
- ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না

বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে, তবে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আট মাস পার হতে চললেও নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকরি এখনও জাতীয়করণের আওতায় আসেনি। এখন আবার তাদের চাকরি জাতীয়করণ নিয়ে শুরু হয়েছে 'বাণিজ্য'। এই শিক্ষকরা সারাদেশের ২২ হাজার ৯২৫টি বিদ্যালয়ে কর্মরত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফাঁদে পড়ে চাকরি জাতীয়করণ দূরের কথা, জীবনধারণ নিয়েই এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি তারা। আট মাস ধরে তারা বেতন-ভাতা পান না, উল্টো জাতীয়করণের নামে মোটা অঙ্কের উৎকোচ আর চাঁদা দিতে হচ্ছে একশ্রেণীর শিক্ষা কর্মকর্তা আর শিক্ষক নেতাকে। না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জানানো হচ্ছে, 'আপনার নাম সরকারের খাতায় উঠবে না।' কোনো কোনো বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষক সংগঠনের নাম করে টাকা-পয়সা চাওয়া হচ্ছে। শিক্ষকরা সমকালকে বলেছেন, জাতীয়করণের প্রক্রিয়া যত বিলম্বিত হবে, সরলমনা শিক্ষকরা তত বেশি প্রতারিত হবেন। তাদের সন্দেহ, ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতীয়করণের কাজ ঢিমেতালে চালানো হচ্ছে। জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এই শিক্ষকরা এখন না সরকারি, না বেসরকারি। তাদের চাকরি ঝুলে আছে। এ ছাড়া সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে আসার কারণে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা। তারা মনে করেন, আগামী এক মাসের মধ্যে চাকরি জাতীয়করণের গেজেট প্রকাশ না করলে তারা আর সরকারি হতে পারবেন না। আগামী ২৪ অক্টোবরের মধ্যে গেজেট প্রকাশ হবে কি-না, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও নিশ্চিত নন।

শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি দেশের প্রায় ২৬ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।

চাঁদাবাজির শিকার হওয়া একাধিক শিক্ষক সমকালের কাছে টাকা দেওয়ার কথা স্বীকার করেন। উপজেলা প্রাথমিক ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষা কর্মকর্তা আর স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষক নেতাদের হাতেই টাকা দিয়েছেন বেশির ভাগ শিক্ষক। ভয়ে তাদের নাম প্রকাশেও শিক্ষকরা ভীত। কারও কারও কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জাতীয়করণের গেজেট প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার উপসচিব মো. আবুল কালাম সমকালকে জানান, শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের বিধিমালা চূড়ান্ত। জাতীয়করণের পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও মন্ত্রীর দফতরে রয়েছে। সরকারি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব নিয়ম অনুযায়ী সচিব সভায় উপস্থাপন করতে হয়। এরপর জনপ্রশাসন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গেজেট প্রকাশ করতে পারে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে এক মাস সময় তুলনামূলকভাবে কম। নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, কত দিন পর গেজেট প্রকাশ করা যাবে। তিনি মনে করেন, পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গেজেট প্রকাশ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, চাকরি জাতীয়করণের নামে কোনো বাণিজ্য হচ্ছে কি-না, তা নিশ্চিত নন। কারণ কেউ কোনো অভিযোগ করেননি তাদের কাছে। তিনি বলেন, প্রতারক চক্রের কাছে শিক্ষকদের কোনো টাকা-পয়সা দেওয়ার দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন ধাপে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত এমনিতেই বাস্তবায়ন করা হবে। প্রথম ধাপে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয়ের ৯১ হাজার ২৪ জন শিক্ষক সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন। প্রথম পর্বের কার্যক্রম শেষ হলে দ্বিতীয় পর্বের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ পর্বে চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে স্থায়ী ও অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত, পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি এবং সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত ২ হাজার ২৫২টি স্কুলের ৯ হাজার ২৫ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হবে। এরপর তৃতীয় পর্বে ২০১৪ সালের ১ জুলাই থেকে পাঠদানের অনুমতির সুপারিশপ্রাপ্ত ও পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন ৯৬০টি স্কুলের ৩ হাজার ৭৯৬ জন শিক্ষককে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা রয়েছে।

বাংলাদেশ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব শেখ আবদুস সালাম মিয়া বলেন, 'চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে ২১ বছর ধরে আন্দোলন করেছেন শিক্ষকরা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে লক্ষাধিক শিক্ষকের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের অবসান ঘটছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আট মাস অতিবাহিত হলেও এখনও সরকারি বেতন-ভাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। আগামী এক মাসের মধ্যে গেজেট না হলে এসব শিক্ষকের ভাগ্যে কী ঘটবে, তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত।'

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জাতীয়করণের প্রথম পর্বের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে অনেক বেশি সময় ব্যয় হয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকার খসড়া সম্পন্ন করেছে জেলা যাচাই-বাছাই কমিটি। ওই সময়ে হরতালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে মাঠপর্যায়ে কাজে বিঘ্ন ঘটে। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিদ্যালয়গুলো অধিগ্রহণ করা সম্পন্ন হয় জুন মাসে। শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন পৃথক গেজেট প্রকাশ।